মিলাদ মাহফিলে তবারক খেয়ে ৭৮ জন অসুস্থ

বগুড়ার গাবতলীতে মিলাদ মাহফিলের পোলাও ভাত (তবারক) খেয়ে একই গ্রামের পুরুষ ও নারী-শিশুসহ কমপক্ষে ৭৮ জন গুরুতর অসুস্থ হয়েছেন।

শুক্রবার গাবতলী উপজেলার দুর্গাহাটা ইউনিয়নের দুর্গাহাটা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। অসুস্থদের মধ্যে ২৮ জনকে গাবতলী হাসপাতালে এবং ৪ জনকে বগুড়া মোহাম্মাদ আলী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যরা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন।

স্থানীয়রা জানান, গাবতলী উপজেলার দুর্গাহাটা গ্রামের আলেম প্রধানের স্ত্রী বুলি বেগম (৬০) কয়েকদিন আগে মারা যান। এরপর বয়সের ভারে আলেম প্রধান (৭৫) ও তার ছেলে বুলু মিয়াসহ (৫০) বাপ ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়েন। একজনের মৃত্যু ও ২ জন অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাদের পরিবারের লোকজন দোয়া চেয়ে গত শুক্রবার জুম্মার নামাজ শেষে নিজ দুর্গাহাটা জামে মসজিদে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করেন। মিলাদ শেষে সেখানে তবারক হিসেবে পোলাও ভাত বিতরণ করা হয়। তবারক বিতরণ করার পরেই বেশ কিছু তবারক অতিরিক্ত থেকে যায়। সেই তবারকগুলো পরে গ্রামের লোকজনের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ওই পোলাও ভাত যারা খায় তাদের মধ্যে অনেকেরই শুক্রবার রাত থেকেই পেট ব্যথা শুরু হয়। এক পর্যায়ে ডায়রিয়া, বমি ও জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েন তারা। তাদের অবস্থার অবনতি হতে থাকলে শনিবার সন্ধার পর থেকে পর্যায়ক্রমে স্থানীয় গাবতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি হতে থাকে। শনিবার রাত ১০ টা পর্যন্ত ৭৮ জন ভর্তি হলে এদের মধ্যে ৪৬ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা হয়। বাকী ৩২ জনের মধ্যে ৪ জনের অবস্থার অবনতি হলে তাদেরকে বগুড়া শহীদ জিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। ২৮ জন গাবতলী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি আছেন।

গুরুতর অসুস্থ যে ৪ জনকে বগুড়া শহীদ জিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তারা হলেন- ওই গ্রামের এমদাদুলের মেয়ে রিমি (৬), হারুনের স্ত্রী লিপি বেগম (২৫), রাজিবের স্ত্রী রত্না বেগম (২৫) এবং ফিকির প্রাং এর ছেলে মোমিন (৩৫)।

গাবতলী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. শারমিনা শিল্পী জানান, খাদ্যে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে এরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। মেডিকেল টিম গঠন করে অসুস্থদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।